কফিয়ত ও কিছু কথা

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল

কৈফিয়ত ও কিছু কথা

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল

www.icsbook.info

প্রকাশক ঃ
ইতিহাস পরিষদের পক্ষে
এফ, রহমান
ছোট বলিমেহের
সাভার, ঢাকা

ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
বৈশাখ ১৩৯৬
মে ১৯৮৯

মূল্য দশ টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ শহীদ সুলতান প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

www.icsbook.info

উৎসর্গ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য
যাঁরা জীবন দিচ্ছেন তাঁদের প্রতি

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহসী সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল কেন কালজয়ী আদর্শ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তারই সংক্ষেপ বর্ণনা আছে এই বইয়ে, মহাসত্যের অন্বেষায় এই বিপ্লবী পুরুষ আজ সঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছেন। বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে ঐশ্বরিক ঈমানের আলোয় আজ তার চিন্তাধারা উদ্ভাসিত। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহতায়ালা তার কৈফিয়ত কবুল করুন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশের তরুন সমাজ তার এ কৈফিয়ত থেকে আলোর সন্ধান পাবে।

পরিচালক
ইতিহাস পরিষদ

www.icsbook.info

ভূমিকা

সৈনিক জীবন ছেড়ে যেদিন আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি সেদিনকার চেতনায় আমি ছিলাম একজন আপোসহীন যোদ্ধা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা নিয়েই আমি নিগৃহীত মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে সংগ্রাম আমার ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল না।

যুদ্ধোত্তরকালে তৎকালীন শাসক-শোষক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমি জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে রাজনীতিতে পদার্পণ করি সেই একই লক্ষ্যে– অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নির্যাতীত মানবতার মুক্তির সংগ্রাম তরান্বিত করার মরণপণ ব্রত নিয়ে।

সুদীর্ঘ ১৩ বছর জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমি আন্তরিকতার সাথেই আমার হাজার হাজার সহকর্মীদের নিয়ে জীবনের ঝুঁকি সহকারে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রম দিয়েছি। সেই প্রাণপ্রিয় সংগঠন জাসদ থেকে আমি আকস্মিকভাবে কেন সরে দাঁড়ালাম এ নিয়ে রাজনৈতিক অংগণে নানান ধরনের কানাঘুঁষা রয়েছে।

মানুষের অন্তরের অন্তঃস্হলে রয়েছে সত্য এবং মুক্তি অনুসন্ধানের আজন্ম পিপাসা। আমি সেই পিপাসায় কাতর হয়েই জাসদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমার অক্ষমতা বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে আমি আমার অক্ষমতার জন্য মোটেও বিব্রত নই। আমার জীবনের লক্ষ্য আজো স্হির–আমার লক্ষ্য অর্জনে আমি অটল। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা আমার স্বভাব নয়। এটাই একজন মুসলমানের প্রকৃত 'সীফাত'।

জাসদের হাজার হাজার ত্যাগী, সৎ এবং কর্মঠ সাথী ভাইদের জন্য আমার কিছু না বলা কথা রয়েছে। আমার প্রিয় দেশবাসীর কাছেও আমি একই ভাবে ঋণী। তাই তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু আবেদন এবং নিবেদন 'কৈফিয়ত ও কিছু কথা'র আকারে আমি এই পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত করেছি। আশা করি এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে আমি আমার প্রাক্তন সংগ্রামী কর্মী ভাইসহ দেশবাসীর মনের কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হব। আমার ভুল-ত্রুটির জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

www.icsbook.info

এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে যারা জনসাধারণের কাছে পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন আমি তাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কারণেই আমার নগণ্য বক্তব্য দেশবাসীর সম্মুখে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

সর্বশেষে, সকল প্রশংসার মালিক পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরী করে বুদ্ধিমত্তা বিকাশের অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছেন।

নিবেদক

মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল

www.icsbook.info

কৈফিয়ত ও কিছু কথা

আমি দেশ-মাতৃকার একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কাছে আমি একজন যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি লাভ করি। দেশের জনগণকে শোষণ-জুলুমের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে পরাভূত করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম এ কথা সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার উষালগ্নেই মিত্র বাহিনী কর্তৃক দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং শাসক আওয়ামী লীগের সীমাহীন উদাসীনতা, ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করে এ সত্যটি অনুধাবন করতে আমার মোটেও বেগ পেতে হয়নি যে, দেশ ও জাতি এক শোষকের হাত থেকে মুক্ত হলেও অপর একটি নতুন শোষক গোষ্ঠীর অধীনস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং দেশ ও জাতিকে শোষণমুক্ত করার লক্ষ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়নি, বরং মুক্তির যুদ্ধ আরেকটি নতুন স্তরে উপনীত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় দেশীয় নব্য শাসক আওয়ামী লীগই সেই শোষকের স্থানটি দখল করল। তাই নব্য শাসক-শোষকদের মূলোৎপাটন ব্যতীত শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করা অসম্ভব। এই লক্ষ্যে অব্যাহত রাখতে হবে 'সীমাহীন সমর'। আমার রচিত প্রথম গ্রন্থ 'সীমাহীন সমর' সেই কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের ইংগিত স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করল ১৯৭৪ সনের ১৭ই মার্চ তারিখে। গ্রন্থ রচনার সময় ছিল ১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি যেহেতু কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য ছিলাম না, সেহেতু যুদ্ধের পরেই যখন আমি সেনাবাহিনীর চাকরি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করি, তখন ছিলাম আমি যোদ্ধার পরিচয়ে একজন ব্যক্তিমাত্র। তাই রাজনৈতিক দল গঠন করার চিন্তা-ভাবনা আমার মধ্যে জাগরিত হয়। এই লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে আমি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করি এবং সদ্য স্বাধীন দেশটির ভবিষ্যত সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করি। তাঁদের সাথে আলোচনা করে আমি মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি, কারণ প্রত্যেকের আলোচনায়ই একটি কথা পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এত দ্রুত 'ক্যারিজম্যাটিক' শেখ মজিবের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যাবে না, আর

www.icsbook.info

তাছাড়া তাঁদের কথায় একটি 'ভারতভীতিও ব্যক্ত হয়েছে, যা আমার কাছে লেগেছে সবচেয়ে বিস্ময়কর।

একমাত্র জননেতা যাঁর মধ্যে ভারতভীতি প্রত্যক্ষ করিনি, তিনি ছিলেন মরহুম এবং মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তবে তাঁর আলোচনায় ভারতভীতি না থাকলেও মুজিব-প্রীতি ছিল অত্যধিক। সুতরাং তাঁর আলোচনায় আমি সন্তুষ্ট হলেও আস্থা লাভ করতে পারিনি। এটা আমার অক্ষমতাও হ'তে পারে। আমি ছিলাম যুদ্ধ ফেরত একজন বিজয়ী সৈনিক। কোন ধরনের পরাজয়বোধ কিম্বা ভীতি ছিল আমার অজানা। আমি জনস্বার্থ রক্ষা করার একজন প্রহরী, আমি চেয়েছিলাম শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে। হিসেবী বণিকের পদক্ষেপ আমার পদক্ষেপ হতে পারে না। মুক্ত সাহস-নির্ভর পদক্ষেপই আমার কাম্য। তাই ১৯৭২ সনের ৩১ শে অক্টোবর তারিখে সমমনাদের সহকারে গঠন করেছিলাম 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'–জাসদ। এই দলটির লক্ষ্য ছিল সমাজদেহ থেকে সর্বরকম শোষণ-জুলুমের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে "কৃষক-শ্রমিক রাজ" প্রতিষ্ঠা করা। এই দলটির দার্শনিক ভিত্তি ছিল "মার্কসবাদ–লেনিনবাদ" এবং রাজনৈতিক দর্শনের নাম ছিল "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"। বস্তুবাদী এই দর্শনটি শোষিত-মেহনতী মানুষের মুক্তির সনদ বলে পরিচিত হলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নাস্তিকবাদ ভিত্তিক হওয়াতে এদেশের তরুণ-যুবক যাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন ধর্মভিত্তিক গঠিত, তাদের মনে ঐ দর্শন জন্ম দেয় এক অমীমাংসিত দুন্দ্বের। দলীয় আচার–আচরণে তারা নাস্তিকবাদের চর্চা করলেও ব্যক্তি, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে তারা কখনো ধর্মের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ব্যক্তি জীবনে এই দিসত্তা- ধারী পার্টি নেতা- কর্মী না হতে পেরেছে সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী, না হতে পেরেছে আস্তিকবাদের অনুসারী। সত্যনিষ্ঠ, নিবেদিত, কর্মঠ এবং লড়াকু হাজার হাজার নেতা কর্মী জাসদের পতাকাতলে মুক্তির লড়াই আন্তরিকতার সাথেই অব্যাহত রেখে অকাতরে প্রাণও বিলিয়ে দিয়েছে। এ লড়াই মেহনতী মানুষের মুক্তির বিপ্লবী লড়াই-ই ছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই লড়াইয়ে আমি নিজেও কখনো পেছনের সারিতে ছিলাম না। দীর্ঘদিন কেবল কারা-জীবনই ভোগ করিনি, ফাঁসীর মঞ্চেরও মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার উপর বেশ কয়েকবার গুলীও চলেছে। সংসারহীন, সম্পদহীন ভবঘুরের মত জীবনও কাটিয়েছি। এ সব কিছুই সত্য। সত্য জাসদ-নেতা-কর্মীদের আন্তরিকতা; সত্য তাদের বিপ্লবী চেতনা; সত্য তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা। কিন্তু কেবল ত্যাগ–তিতিক্ষা, আন্তরিকতা কিম্বা বিপ্লবী চেতনাই শোষিত-মেহনতী মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

www.icsbook.info

এগুলো একজন বিপ্লবী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী। তবে রাজনৈতিক দর্শনের সঠিকতা এবং বাস্তবতার নিরিখে সেই মনোনীত দর্শনের সঠিক অনুসরণ এবং প্রয়োগ পদ্ধতিই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লড়াইয়ে বিজয়ের চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠির অনুপস্থিতিতে কোন ত্যাগ কিম্বা শ্রমই বিজয়ের পথ প্রশস্ত করবে না। নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবেদিত সংগ্রামের মাধ্যমে ত্যাগ এবং আত্মাহুতি সীমাহীন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, সংগ্রাম-সংঘর্ষমুখর এবং উত্তেজনায় ভরপুর হতে পারে; শোষক-শাসককুল ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নড়বড়েও হতে পারে কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে রাজনৈতিক দর্শনের সঠিক অনুশীলন এবং রণকৌশলের অবর্তমানে আন্দোলনের ধারা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। জাসদ রাজনীতির মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কাছে আমরা নিঃসন্দেহে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছি এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছি। শুধু কেবল জনপ্রিয়তা লাভই নয়, জাসদ দেশ ও জাতির কাছে একটি সাচ্চা দেশপ্রেমিক বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল একথাও সত্য। এতকিছু সত্ত্বেও সেই জাসদেরই অবক্ষয়ের ধারা এতো দ্রুত ঘটলো কেন এ প্রশ্নটি দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের খাতিরেই মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ দাবী কেবল আমারই নয়। এ দাবী হাজার হাজার জাসদ নেতা–কর্মীর দাবী– এ দাবী ইতিহাসের দাবী।

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' ভিত্তিতে গঠিত জাসদের কর্মধারা অব্যাহত রাখতে গিয়ে আমি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

(ক) আমাদের লক্ষ্য 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এ বিষয়টি সংগঠনের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী এবং সাংগঠনিক অন্যান্য দলিলপত্রে ঘোষিত এবং লিখিত থাকলেও জাসদের শুরুতে এই দর্শনের জ্ঞান জাসদ নেতা-কর্মীদের কারু মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে ছিল না। অধিকাংশেরই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না।

(খ) জাসদ নেতা-কর্মীদের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলে কেবল বিশ্বাস, অন্ধ আবেগ এবং রোমান্টিসিজম প্রশ্রয় পেয়েছে। আচার–আচরণে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহের ভাব ঠিকই ফুটে উঠেছে,কিন্তু দর্শনগত জ্ঞানের অভাবে বিপ্লবী চিন্তা–চেতনার বিকাশ ঘটেনি।

(গ) বিভিন্ন স্তর, পেশা এবং শ্রেণী থেকে ছুটে আসা অসংখ্য নেতা–

www.icsbook.info

কর্মীর সমন্বয়ে জাসদ গড়ে উঠেছিল একটি সার্থক গণসংগঠন হিসেবে। অথচ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' হচ্ছে একটি শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলার রাজনৈতিক দর্শন। এই দর্শন কেবল শ্রেণী সংগঠনেরই দর্শন, গণসংগঠনের রাজনৈতিক দর্শন নয়। একটি 'মাল্টি ক্লাশ সংগঠন (Multi class mass organisation) সর্বহারা শ্রেণীর দর্শনের ভিত্তিতে এগুতে পারে না বলেই পরবর্তীতে জাসদে অনিবার্য কারণেই বিভিন্নমুখী অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

(ঘ) তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী গণআন্দোলনসমূহ সশস্ত্র না হওয়ার ফলেও যেমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং হয়েছে, তেমনি আবার জনগণ বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র বিপ্লবও ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সার্থক 'জন-গণ বিপ্লবের' জন্য প্রয়োজন আন্দোলনরত জনগণকে ঠিক সময়মত সশস্ত্ররূপে সজ্জিত করা। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে এগুতে থেকেও জাসদ সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আন্দোলনকে সশস্ত্র রূপ প্রদান করার ফলে দলে জন্ম নেয় সন্দেহ, আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং আরো বিভিন্নমুখী সংকট।

(ঙ) দলীয় জীবনে জাসদের নেতা–কর্মীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়ার ফলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় ঘটে, ব্যক্তিজীবনে আসে বিশৃংখলা এবং ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজদেহ থেকে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমাজে বসবাসরত জনগণকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবন এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা থেকে কেবল নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই বিকল্প সংস্কৃতি জন্ম নেয় না, বরং এই ধরনের রণকৌশল অবলম্বন সমাজে প্রচলিত নীতি, নৈতিকতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি তাচ্ছিল্য, উপহাস এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, যা প্রকারান্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের বিপক্ষে চলে যায়।

(চ) ইসলাম ধর্ম এ দেশের শতকরা ৯০ জন গণমানুষের কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়, ইসলাম ধর্মভিত্তিক নীতি–নৈতিকতা, আচার–অনুষ্ঠান, উৎসব-পর্ব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং এদেশের সাধারণ

www.icsbook.info

গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনার সাথে ইসলাম ধর্ম অংগাংগিভাবেই জড়িত। জন্মপর্ব থেকে শুরু করে জানাযা পর্যন্ত ইসলামের নীতি-নির্দেশের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন। এমন একটি জীবন দর্শনকে অবহেলা, উপেক্ষা কিম্বা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার নীতিকে বাস্তবসম্মত কিম্বা বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বার্থেই ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি, কারণ ইসলাম শোষণ–জুলুম, অন্যায়, অসুন্দর সহ সর্বরকম স্বৈরশাসন এবং মানুষের উপর অবৈধ প্রভুত্বের ঘোর বিরোধী। ইসলাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ, সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। মানুষ হচ্ছে তার কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমানতদার বা (Care–taker only) কেয়ার টেকার।

ইসলাম ঘোষণা দেয় "অন্যায় কর না, অন্যায় করতে দিও না–এটা অন্যায় বিরোধী চিরন্তন লড়াইয়ের ঘোষণা। ইসলাম ঘোষণা দেয় "আল্লাহই কেবল মানুষের একমাত্র প্রভু, মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারে না"– এই বিপ্লবী ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্রষ্টা মানুষকে মূলতঃ চিরস্বাধীন হিসেবে অভিহিত করেছেন। "তুমি যা আহার করবে, তোমার ভৃত্যকেও তাই আহার করতে দিও। তুমি যা পরিধান করবে, তোমার ভৃত্যকেও তাই পরিধান করতে দিও" – এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম যে সাম্যের বাণী এবং দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, তা মনে রেখেই বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তির লড়াইয়ের জন্য দর্শন নির্ধারণ করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করাকে আমি এক ধরনের গোঁড়ামি এবং প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ বলে মনে করি। জাসদ সহ এদেশের প্রত্যেকটি তথাকথিত বামপন্থী দলের মধ্যে বাস্তবতা অস্বীকার করার প্রবণতা প্রচন্ডভাবে বিরাজমান। আমি মনে করি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অথবা মার্কসবাদ-এর অনুসারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যই হচ্ছে, সমাজদেহে বিরাজমান প্রত্যেকটি ঘটনা বা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা, যাতে বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কিম্বা বিপ্লবের সহায়ক উপাদানসমূহের প্রকৃত চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়। জাসদ রাজনীতিতে এ সুযোগের কোন অবকাশই ছিল না।

www.icsbook.info

এখানে চীনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগান্তকারী বিপ্লবী নেতার দুটি মন্তব্য উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছিনে। প্রথমটি হচ্ছেঃ 'No investigation, no right to talk' অর্থাৎ অনুসন্ধান ব্যতীত কথা বলার অধিকার থাকে না, অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন কিম্বা গভীর অনুসন্ধানের অবর্তমানেই ইসলামকে ঢালাওভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করা হয়। এই আচরণকে বিপ্লবী আচরণ বলে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা বিপ্লবের প্রয়োজনেই গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

মাও–সে তুংয়ের অপর মন্তব্যটি হচ্ছেঃ "Do not cut the feet to fit the shoes, rather cut the shoes to fit the feet." –অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন পা কেটে জুতো মাপসই করো না, বরং জুতো এমনভাবে তৈরী করো যাতে পায়ের মাপসই হয়। এক্ষেত্রে মাও–সে-তুং দর্শনকে দেশ জাতির বিরাজমান বাস্তবতার সংগে সংগতি রেখেই অনুশীলন করার ইংগিত প্রদান করেছেন, বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কিম্বা এড়িয়ে নয়।

এক্ষেত্রে মার্কসবাদের উদ্যোক্তা স্বয়ং কার্ল মার্কস নিজেও যে মন্তব্য করেছেন, তাও বাস্তবতাকে স্বীকার করেই অগ্রসর হওয়াকে অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি মন্তব্য করেছেন –"Concrete analysis of the concrete situation is the essence of Marxism"– অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ হচ্ছে মার্কসবাদের মর্মকথা। বাংলাদেশের সমাজদেহে অন্যান্য বাস্তবতার সাথে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে একটি জাগ্রত এবং জীবন্ত আবেগ। ইসলাম হচ্ছে একটি Living and Practicing religion অর্থাৎ ইসলাম হচ্ছে জীবন্ত এবং নিয়মিত অনুশীলিত একটি ধর্ম। ইসলাম এদেশের গণ–মানুষের কাছে একটি সার্বিক জীবনসত্ত্বাবোধ। এই গণমানুষের মুক্তির প্রশ্নটি ঐ সার্বিক জীবনসত্ত্বাবোধকে বাদ দিয়ে মীমাংসিত করার যে কোন প্রয়াসই অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

এই চিন্তা–চেতনা এবং অনুভূতি থেকেই আমি জাসদ সভাপতি হিসেবে অবস্থানকালেও ইসলাম ধর্মের বিষয়ে আমার রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোরামে মত বিনিময় করেছি। তারা আমার মতামত অগ্রাহ্য করলেও আমি কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়িনি, কারণ মুক্তির লক্ষ্যে আমি একজন নির্ভীক সৈনিক। তাই সত্য অনুসন্ধান এবং বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করার সৎ সাহস আমার চিরদিনই ছিল।

www.icsbook.info

অপর যে দিকটি আমাকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়েছে তা হচ্ছে– মার্কসবাদের অপরিপূর্ণতা। মার্কসবাদী বিপ্লব পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শোষিত শ্রেণীকে মুক্ত করতে সক্ষম হলেও সমাজে প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বিরাজমান সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়। কারণ, মার্কসবাদের অনুসারীদের জন্য নিজস্ব কোন নীতি–নৈতিকতা কিম্বা সুনির্দিষ্ট কোন জীবন পদ্ধতি নেই। তর্কের খাতিরেই যদি ধরে নিই যে, বাংলাদেশে একটি মার্কসবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে বামপন্থী বন্ধুরা ক্ষমতাসীন হলেন, তারা কি বিপ্লবোত্তরকালে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের যুগ যুগের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ ধুয়ে-মুছে ফেলে দিবেন, না প্রচলিত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকেই বহাল রাখবেন? তারা কি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ–ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করে দিতে সক্ষম হবেন? যদি কেউ বলেন হ্যাঁ তারা সক্ষম হবেন, এ ধরনের উক্তি হবে পাগলের প্রলাপেরই শামিল।

আর যদি উত্তরে বলেন যে, বিপ্লবের পরে মার্কসবাদীরা এদেশে যার যার ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার অনুমতি প্রদান করবেন, তা এদেশের ধর্ম পাগল মানুষের প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন, কিম্বা মার্কসবাদীদের চাতুর্যপূর্ণ রণকৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে না। মার্কসবাদীদের তরফ থেকে তেমন কোন আচরণ এ কথাই প্রমাণ করবে যে, এদেশের বাস্তবতাকে তারা অস্বীকার করতে সক্ষম হচ্ছে না বিধায় প্রচলিত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নির্ভর হতে বাধ্য হয়েছে। এদেশে যদি কোনদিন সনাতনী মার্কসবাদ-এর ভিত্তিতে বিপ্লব একটা ঘটেই যায়, তাহলে সে মার্কসবাদী বিপ্লব বিরাজমান সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য নির্ভর হতেই বাধ্য থাকবে। এ দেশের বিভিন্ন মার্কসবাদী নেতৃবৃন্দের সংগে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত সত্যই প্রকাশ পেয়েছে।

আমার কথা হচ্ছে, মার্কসবাদ যদি বিপ্লবোত্তরকালে দেশের জনগণকে একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন প্রদান করতে অপারগ হয় অর্থাৎ মার্কসবাদী বিপ্লব যদি প্রচলিত সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যকেই বরণ করে নেয়, কিম্বা তার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়, তাহলে তেমন একটি দর্শনকে পরিপূর্ণ জীবন দর্শন হিসাবে অভিহিত করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। অপরদিকে ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন, যা মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণ–জুলুমের কবল থেকেও মুক্ত করে এবং তার দৈহিক, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্যও বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করে। সুতরাং এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শনের অনুসন্ধান লাভের পরেও

www.icsbook.info

মুক্তির লড়াকু একজন মানুষ কি করে মার্কসবাদের অপরিপূর্ণতা আঁকড়ে ধরে সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পারে ? মার্কসবাদ থেকে ইসলাম চর্চার পেছনে আমার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত।

কারো কারো ধারণা, আমি রাজনীতিতে ইসলাম চর্চার ফলে জনপ্রিয়তা হারিয়ে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছি। মন্তব্যটি সাময়িকভাবে সত্য হতে পারে, তবে অনেকাংশেই নিন্দাসূচক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমি জনপ্রিয়তার বিকিকিনির মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে বিশ্বাস করি না। যারা নিজেদের জনপ্রিয়তাকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে অর্থসম্পদ কিম্বা পদমর্যাদা অর্জনের পথে ধাবিত হয় আমি তাদের দলভুক্ত নই। আমি নেতার কর্মের প্রতি জনগণের আস্থা এবং সমর্থনকে জনপ্রিয়তা বলে মনে করি। জনপ্রিয়তার হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি লাভ নির্ভর করে কর্মের উপরে। জনগণের স্বার্থে কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব। এক কথায়, জনপ্রিয়তা হচ্ছে জনস্বার্থ ভিত্তিক কর্মের প্রতি জনগণের স্বীকৃতি। জনগণ যখনই কোন নেতার কর্মকান্ড সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখনই সেই নেতার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে যাবে।

জনপ্রিয়তাসম্পন্ন নেতার কাছে জনগণের প্রত্যাশাও অফুরন্ত। জনপ্রিয়তাকে যদি জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে কাজে না লাগানো যায়, সে জনপ্রিয়তা নিরর্থক এবং নিষ্ফল। জননেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিষ্ফল জনপ্রিয়তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর সেই যুগান্তকারী জনপ্রিয়তা এদেশের গণমানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাই জনপ্রিয়তা প্রয়োজন জনগণের সমস্যার সমাধান, জনগণের স্বার্থ উদ্ধার এবং দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই কেবল। জাসদ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর পরে আমি সেই জনস্বার্থ উদ্ধার এবং রক্ষার্থেই ইসলামী বিপ্লবের পথে যাত্রা শুরু করেছি। জাসদ রাজনীতি ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন সুবিধার পথ বেছে নেইনি– রাজনীতিতে আমি সুবিধাবাদের জন্ম দেইনি, বরং নিজেকে নিবেদিত করেছি অধিকতর কঠিন এবং আপোসহীন ইসলামী বিপ্লবের পথে। এক আদর্শিক সংগ্রাম থেকে আমি আরেকটি আদর্শিক সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি। আদর্শভিত্তিক সংগ্রামের পথেই আমি ধাবমান, আপোসের পথে নয়। আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অবস্থান করছি– যুদ্ধও পরিত্যাগ করিনি, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়েও পলায়ন করিনি। আমি আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান এনেছি আর আমি যা করেছি তা হচ্ছে, যুদ্ধের কৌশল এবং যুদ্ধের অস্ত্র পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন

www.icsbook.info

বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত। রণক্ষেত্রে কৌশল এবং রণ–অস্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সাচ্চা যোদ্ধা মাত্রই অনুভব করতে সক্ষম হবে। যুদ্ধে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে রণ-কৌশল এবং রণ-অস্ত্র পরিবর্তন করাকে কেউ যদি অপরাধ বলে মনে করে, তাহলে বলতে হবে, সে যুদ্ধ বুঝে না, যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোন ধ্যান–ধারণাই নেই। যুদ্ধক্ষেত্রেও রয়েছি, যুদ্ধও করছি, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণমানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেও রয়েছি স্থির এবং রয়েছি আপোসহীন। আমি পরিবর্তন করেছি কেবল রণ-কৌশল এবং রণ-অস্ত্রের। এরপরও যারা আমার ইসলামী বিপ্লবের যাত্রাকে অপরাধ বলে বিবেচনা করে, তারা গণমানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামের ব্যাপকতা অনুধাবনে অক্ষম। আমার জীবনের সুদীর্ঘ তেরটি বছর আমি গণমানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' মাধ্যমে, অর্থাৎ মার্কসবাদী দর্শনের মাধ্যমে। আমার এই নিবেদিত সংগ্রাম এক পর্যায় পর্যন্ত সার্থক ছিল। মার্কসবাদী দর্শন আমি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিখেছি, অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়।

মার্কসবাদ অন্ধ বিশ্বাস নয়, মার্কসবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক সক্রিয় জ্ঞান। মার্কসবাদী দর্শন আমাকে প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মার্কসবাদ অধ্যয়ন না করলে আমি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা বুঝতে সক্ষম হতাম না, আমি সক্ষম হতাম না পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার শোষণ-জুলুম এবং সূক্ষ্ম নির্যাতন অনুধাবন করতে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী এবং ইবলিসী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য মার্কসবাদী দর্শনই আমাকে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশী। মার্কসবাদী দর্শনই আমাকে সাহায্য করেছে ঘৃণ্য রাজতন্ত্রের স্বরূপ চিনে নিতে। মার্কসবাদ আমাকে কেবল বস্তুভিত্তিক জ্ঞানই দান করেছে, আমাকে বিশ্বাস দান করতে পারেনি। তবে, মার্কসবাদ আমাকে ইহকালীন জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে, পরকাল সম্পর্কে রেখেছে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত। মার্কসবাদ আমাকে ধারণা দিয়েছে মার্কসবাদ ভিত্তিক কোন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক জীবন নেই, বরং মার্কসবাদ সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক জীবনকেই আঁকড়ে ধরে সহাবস্থান করে কেবল। বস্তুবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে বৈষয়িক প্রাচুর্য অর্জিত হয় সত্য, কিন্তু সে বৈষয়িক প্রাচুর্য সমাজদেহে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাক্ষর মুছে ফেলতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সে যাই হোক, মার্কসবাদী এই বস্তুভিত্তিক দর্শন থেকে আহরিত জ্ঞান ও তত্ত্ব আমাকে বিভিন্ন ভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং ধীরে ধীরে এক যৌক্তিক পরিণতির দিকেই ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং আমার মার্কসবাদী বিপ্লব থেকে ইসলামী বিপ্লবের ধারায় যাত্রা শুরু সেই যৌক্তিক পরিণতিরই সমৃদ্ধ স্বাক্ষর। 'তৌহীদবাদ'

www.icsbook.info

ভিত্তিক ইসলামী বিপ্লব সকল সূত্র থেকেই জ্ঞান আহরণের তাগিদ দেয় মানুষকে। পবিত্র কোরআনই হচ্ছে সেই তৌহীদবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। যেখানেই রয়েছে জ্ঞান, সেখানেই ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কোরআন। মায়ের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং সে জ্ঞান আহরণ করা হচ্ছে প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য কর্তব্য স্বরূপ। আহরিত জ্ঞান ভান্ডার দিয়ে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কড়া নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। সুতরাং ইসলাম জ্ঞান–বিজ্ঞানের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক তো নয়ই, বরং জ্ঞান–বিজ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশ, ব্যবহার এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাধনা এবং সংরক্ষণের প্রতি বিশেষভাবেই যত্নবান। রাজনীতিতে আমি ইসলাম চর্চা করে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছি বলে যাদের ধারণা, তাদের আমি দোষ দিচ্ছিনে এ কারণে যে, ইসলামকে তারা কেবল গতানুগতিক একটি ধর্ম হিসেবেই বিবেচনা করে এসেছে, ইসলামের গভীরে প্রবেশ করেনি এখনো। তাদেরকে আমি সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি আমার এই ধ্বংসের জন্য দুঃখ করে তাদের কোমল হৃদয়কে অহেতুক ক্ষত-বিক্ষত না করতে। তবে হ্যাঁ, তারা যেন নিজ খেয়াল-খুশী মত চোখ বন্ধ করে ঝড় থামানোর চেষ্টায়ই কেবল লিপ্ত না থাকেন এ প্রার্থনা আমি তাদের জন্য করি। ঝড় থামানোর এই অজ্ঞতা যত তাড়াতাড়ি দূর হবে, তত শীঘ্রই তারা উপলব্ধি করবে এ দেশের বাস্তবতা এবং ইসলাম।

ইসলামকে তারা কেবল বিচার করছে বৃটিশ সৃষ্ট মোল্লা–মৌলভী এবং পীর সাহেবদের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের নমুনা দেখে, ইসলামের মর্মবস্তু অনুধাবনের মধ্য দিয়ে নয়। ইসলাম যে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম তার নমুনা তারা বাস্তবে আজো দেখেনি বলেই ইসলামী বিপ্লবের নাম উচ্চারণই তাদেরকে কৌতুক প্রদান করে এবং যারাই ইসলামের চর্চা করে তাদের প্রতি তারা অহেতুক বিরূপও হয়ে ওঠে। এই বিরূপ হয়ে ওঠার অন্যতম আরো একটি কারণ হচ্ছে ১৯৭১ সনে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম ভিত্তিক দলগুলোর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা। এ সকল কারণেই ইসলাম আজ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। তবে, সত্যকে সাময়িকভাবে মুষ্টিমেয় লোক অস্বীকার করলেই তা যেমন মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায় না, তেমনিভাবে ইসলামকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশে কিছুলোক অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করার খেয়াল-খুশী-প্রদর্শন করলেই তাতে মানব জীবনে ইসলামের সুনির্ধারিত ভূমিকা নাকচ্ হয়ে পড়ে না। জ্ঞান এবং চেতনার স্তর যতই শানিত হবে ইসলাম সম্পর্কে ইসলাম

www.icsbook.info

অপছন্দকারীদের অজ্ঞতা এবং অনীহা তত দ্রুতই বিলুপ্ত হবে। আমাদের দেশে ইসলাম সাধারণভাবে এখনো যেহেতু বিশ্বাস এবং অন্ধ আবেগের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে জ্ঞান এবং চেতনার স্তরে উপনীত হয়নি, সেহেতুই মানবতার এবং প্রগতির ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে এতটা বিভ্রান্তি এবং ভীতি। তাই 'সমার্কসবাদী বিপ্লব' থেকে 'ইসলামী বিপ্লব'-এর পথ ঘোষণা করার সাথেই আমি পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে কঠোর সমালোচনার পাত্র হিসেবে পরিণত হয়েছি। তবে, আমি যে এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনের কাছাকাছি পৌঁছেছি–এ সত্যটি তাদের কাছে তখনই প্রকাশ পাবে, যখন প্রচলিত রাজনৈতিক দলসমূহ কি বাম, কি ডান, কি মধ্যমপন্থী, জনগণের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। আমি নিশ্চিত, ইসলামী বিপ্লবের অগ্রযাত্রা শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তার আপন গতিতে অটলভাবেই অব্যাহত থাকবে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ ইরানে সংগঠিত ইসলামী বিপ্লবের কথাই ধরা যাক। বিংশ শতাব্দীতে সংগঠিত বিপ্লবসমূহের মধ্যে ইরানের ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ-অভ্যুত্থানমূলক বিপ্লব। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইরানের এই ইসলামী বিপ্লব পুনরায় বিশ্ব মানবতার সম্মুখে ইসলামকে গতানুগতিক অন্যান্য ধর্মের মত কেবল ধর্ম হিসেবে নয়, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সক্ষম, সবল হাতিয়ার হিসেবেও উপস্থাপন করেছে– উপস্থাপন করেছে নতুন বিশ্ব বিপ্লবের একটি জ্বলন্ত প্রতীক হিসেবে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–কোন কোন মহল ইরানের এই যুগান্তকারী বিপ্লবকে নিছক 'শিয়া বিপ্লব' হিসেবে অভিহিত করে। বিংশ শতাব্দীর এই অন্যতম গণবিপ্লবকে বামপন্থীরা অবমূল্যায়ন করে। তারা যে নিঃসন্দেহে গণজাগরণ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই পোষা এবং পদলেহনকারী মহল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে যে যা–ই বলুক, ইরানী বিপ্লব একটি অভিনন্দনযোগ্য বাস্তবতা। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ, রাজতন্ত্রসহ সকল স্বৈরশক্তির বিরোধী ইরানী জনগণের বিপ্লব যে জ্বলন্ত সত্যকে বিশ্ববাসীর কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা হচ্ছে, ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্র বিপ্লব সংগঠনের উপাদান বিদ্যমান।

সেই ১৮৪৮ সনে মার্কস–এংগেলস কর্তৃক 'দি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' ঘোষিত হওয়া, ১৯১৭ সনে সেই দর্শনের ভিত্তিতে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ–বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর থেকে ইরানী জনগণের বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার

www.icsbook.info

পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের বিপ্লবীমনা রাজনৈতিক মহলের কাছে মার্কসবাদই ছিল রাষ্ট্র-বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য একমাত্র হাতিয়ার। মার্কসবাদের এই পরিচিতি সর্বজনবিদিত ছিল। কিন্তু, ১৯৭৯ সনে ইরানী জনগণের অভূতপূর্ব বিপ্লবী জাগরণ বিশ্ব বিপ্লবের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। বিপ্লব সাধনে উৎসাহী এবং আগ্রহী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাছে এখন আর মার্কসবাদই রাষ্ট্র–বিপ্লব সংগঠনের জন্য একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না– বিশেষ করে বিশ্বের ৪৫টি মুসলিম দেশে চিন্তা–চেতনার ক্ষেত্রে এক নব বিপ্লবী আলোড়ন শুরু হয়েছে। সেই আলোড়নের ঢেউ প্রত্যেকটি মুসলিম প্রধান দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র–বিপ্লবের পুরানো ধারণাকে নড়বড়ে করে তুলেছে, যার কারণে সে সকল দেশের প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী দল সহ বামঘেঁষা দলগুলোর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। ইরানী ইসলামী বিপ্লবের এই উত্তাল তরংগ সর্বাধিক ভীত–কম্পিত করেছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ এবং রাজতন্ত্রের ধারক- বাহকদেরকে। তারাই এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে এবং ইরানের পার্শবর্তী অপর একটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইরানের উপর একটি রক্তক্ষয়ী, বিধ্বংসী যুদ্ধও চাপিয়ে দিয়েছিল।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দোসরকুল ইরানের এই সুমহান বিপ্লবকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে এই জন্যই মেতে উঠেছে, যাতে ইরানের ইসলামী বিপ্লব–এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত রূপ না নিতে পারে। কারণ, একবার ইসলামী বিপ্লব পরিপূর্ণভাবে সফলজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রূপ ধারণ করে নিলে তা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, প্রভাব এবং অর্থ–সম্পদের ভিতকে তছ্নছ্ করে দেবে এই আশংকায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিনী সরকার এবং সমাজতান্ত্রিক রুশ সহ মরীয়া হয়ে লেগে পড়েছে ইসলামী বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে। মজা এবং বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এখন আর মার্কসবাদী বিপ্লবকে পূর্বের মত ভয় করে না, কারণ তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এতদিনে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, মার্কসবাদ ভিত্তিক বিপ্লব চূড়ান্ত অর্থে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' (State capitalism) গঠনের দিকেই এগিয়ে যায়, যা সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক চীন সহ মার্কসভিত্তিক অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের এহেন পরিণতি প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ আজ কতকটা আশ্বস্ত এবং তাই তাদের সাথে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ দলে বলেই এগিয়ে চলছে ইসলামী বিপ্লবের উদ্যত ধারাকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিতে। কারণ, এই ইসলামী বিপ্লব

www.icsbook.info

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণ বৈষম্যবাদ এবং রাজতন্ত্র সহ অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে কেবল আপোসহীনই নয়, বরং তৌহীদবাদী এই বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীকে উপরোক্ত স্বৈরশক্তির কবল থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্ত করার লক্ষ্যেও নিবেদিত এবং অংগীকারাবদ্ধ। বিশ্বের শোষিত-নির্যাতিত মানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ধাবিত এই ইসলামী বিপ্লবের বলিষ্ঠতা এবং তেজোদীপ্ততায় স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহ চরম বেকায়দায় পড়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতই অকেজো এবং মৃতবৎ ধর্ম বলে গণ্য করে এসেছে, সেক্ষেত্রে জনগণের বীরত্বপূর্ণ ইসলামী জাগরণ ঐ সকল দেশে দেশে ইব্‌লিসী শক্তিসমূহকে সেই ১৪০০ শত বছর পূর্বেকার ইসলামী উত্থানের লেলিহান শিখার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পুনরায়। তৌহীদবাদী শক্তির অমিততেজ এবং দ্রুত বিকাশ লাভের সামর্থ ও গতির সেই অতীত ইতিহাস আজো যে তাদের নিদ্রা ভংগ করে দেয়–এ সত্যটি ঐ সকল শয়তানী মহল ও শক্তির বর্তমান ভীত-সন্ত্রস্ত আচরণ এবং পদক্ষেপসমূহ প্রত্যক্ষ করলেই অনুমান করা যায়।

বিশ্বকে নাড়া দেয়া ইরানী ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত থাকা সত্ত্বেও, অতি সম্প্রতি রাশিয়া থেকে প্রকাশিত এবং বাংলাদেশে অনুবাদকৃত "গণ–জাগরণ ও ইরানী রাজতন্ত্রের পতন" পুস্তিকাটি বিশেষভাবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভংগিতে মূল্যায়নের প্রয়াস নিয়েছে। পুস্তিকাটির প্রথম অধ্যায়ের শেষ অংশটুকুর উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সামলাতে পারছিনে আমি। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির একজন অন্যতম খ্যাতনামা তত্ত্ববিদ মিঃ উলিয়নবস্‌কী মন্তব্য করেছেনঃ

"বর্তমান পরিস্থিতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জনে অসমর্থ এবং এতে শ্রেণী বিদ্বেষ জোরদার হয়, জনগণকে নতুন দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয় ও নব্য উপনিবেশবাদী নির্ভরতা সৃষ্টি করে। সেই সংগে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালার সঠিক অনুসরণ সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে যায় না অথবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিমালারও তা বিরোধী নয়।"

এতো গেল মিঃ উলিয়নবসকীর সুচিন্তিত মন্তব্য। এই খ্যাতনামা রুশ ত্বাত্ত্বিকের ইরানী ইসলামী বিপ্লবের উপর মন্তব্যের প্রতি বাংলাদেশের প্রগতিশীল বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কেবল এ

www.icsbook.info

কথাই বলতে চাই যে, রাষ্ট্র–বিপ্লব সাধনে নিবেদিত রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, দল এবং সমাজবিদদের আশু দায়িত্ব এবং কর্তব্যই হচ্ছে বিরাজমান বাস্তবতাকে সততার সংগে উপলব্ধি করা, সঠিক মূল্যায়ন করা এবং রাষ্ট্র–বিপ্লব সংগঠনের স্বার্থেই তত্ত্ব ও বাস্তবতার সমন্বয় সাধন করা। জাসদ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর পরে যে সকল শুভানুধ্যায়ী এবং নিন্দুকবৃন্দ আমার বর্তমান রাজনীতির সমালোচনায় মুখর, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা জ্ঞাপন সহকারেই আমি করজোড়ে কেবল একটি মিনতি জানাতে চাই– এদেশের প্রতারিত, বঞ্চিত, দুঃখী–দুঃস্থ মানুষের সার্বিক মুক্তির স্বার্থে আসুন আমরা নিজেরা প্রথমে গোঁড়ামিমুক্ত হই এবং সেই 'কাঙ্ক্ষিত' মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিপ্লবের পথে প্রকৃত অন্তরায় এবং বিপ্লবের সহায়ক উপাদানসমূহ নিষ্ঠার সাথে চিহ্নিত করি। পরনিন্দা দুর্বলের হাতিয়ার, বিপ্লবীদের নয়।

সে যাই হোক, আমার এই 'কৈফিয়ত' ও মূল্যায়ন প্রসংগে আরো কিছু কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। জাসদ–এর মত একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সভাপতির পদ থেকে আকস্মিকভাবে ইস্তিফা দেয়ার কারণে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেশে–বিদেশে বিভিন্নমুখী প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছে। এতো ছিল বাহ্যিক প্রশ্নবাণ। অন্তর্জ্বালা যে আমার মধ্যে ঘটেনি মোটেও তা নয়। হাজার হাজার তরুণ, দামাল নিবেদিতপ্রাণ সহ আমার শ্রম-ঘামে সংগঠিত প্রিয় সংগঠন জাসদ ত্যাগ করে চলে যেতে আমার অসীম মনোকষ্ট হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমি সুদীর্ঘ ১৩টি বছর এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। জাসদ থেকে বিদ্রোহ আমি করিনি, জাসদ–এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কতিপয় নেতার চরম স্বার্থপরতাই জাসদের মত একটি প্রতিবাদী সংগঠনের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তবে হ্যাঁ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমার স্বভাব।

আমি বিদ্রোহ করেছি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ; আমি বিদ্রোহ করেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ; আমি বিদ্রোহ করেছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ; আমি বিদ্রোহ করেছি মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এবং আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দুর্নীতিবাজ সরকারের বিরুদ্ধে। আমি বিদ্রোহ করিনি কেবল আমার সংগঠন জাসদের বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করতে পারি না, আমার কাছে আমি করেছি কেবল আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণই হচ্ছে জাসদ থেকে আমার নীরব পদত্যাগ।

www.icsbook.info

জাসদ সভাপতির পদটি থেকে মেজর জলিলকে অপসারণ করলেই নাকি জাসদ–এর ভাবমূর্তি রক্ষা করা যাবে এবং জাসদকে করা যাবে গতিশীল, এই যেখানে ছিল জাতীয় কমিটির উত্থাপিত প্রস্তাব, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থেই আমার সরে দাঁড়ানো কর্তব্য হয়ে পড়েছিল। একদিন আমাকে নিয়েই জাসদ-এর অন্যান্য সকল নেতা–কর্মীরা সর্বত্র গর্ব করে বেড়াত এবং তারাই যখন আবার আমার অপসারণের দাবী তুলেছে তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আমাকে আর জাসদের প্রয়োজন নেই? আমার প্রিয় সংগঠন আপোসহীন জাসদের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার প্রবল ইচ্ছায়ই আমি স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে নিশ্চুপে বেরিয়ে আসি। কারণ, আমি ভেবেছিলাম যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে তার নেতৃত্ব জোর করে বহাল রাখলে সংগঠন বিকশিত হবে না বিধায় সসম্মানেই আমার বিদায় গ্রহণ করা উচিত হবে। তাই বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে আমার প্রাণপ্রিয় হাজার হাজার নেতা-কর্মী, সাথীদের প্রতি আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা প্রদান করেই আমি ১৯৮৪ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে জাসদ সভাপতির পদ এবং জাসদ থেকে ইস্তিফা দেই। তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। আমার পদত্যাগের ১ মাসের মধ্যেই জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিখন্ডিত হয় এবং তার পরের ইতিহাস আরো করুণ– বিগত চার বছরের ব্যবধানে আমার রেখে আসা সেই শক্তিশালী এবং আপোসহীন জাসদ সংগঠনটি আজ বহু ভাগে খন্ডিত হয়ে পড়েছে।

জাসদের এই করুণ পরিণতি দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জাসদের এই দুঃখজনক পরিণতি তো আমি কোনদিনই কামনা করিনি। ১৯৭৬ সনের ২১শে জুলাই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েও তো কর্নেল আবু তাহের জাসদের এই পরিণতি কামনা করেননি। জাসদ গড়ে তুলতে গিয়ে হাজার হাজার শহীদ নেতা-কর্মীরাও তো জাসদের এই পরিণতি কামনা করেনি। জাসদের এই হৃদয়বিদারক পরিণতির জন্য তাহলে দায়ী কে বা কারা? এই প্রশ্নের জবাব আগামী দিনের ইতিহাসই দেবে। তবে জাসদের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে দেশে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার নেতা–কর্মী সাথীদের কাছে আমিও কিছু প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। যারা চার বছর পূর্বে সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সংগঠনকে অধিকতর বিকাশমুখী করে তোলার নাম করে আমার বিরুদ্ধে চরিত্রহননমূলক কতিপয় অভিযোগ দাঁড় করিয়ে আমার অপসারণ দাবী করেছিল, তারা কি আদৌ জাসদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে? তারা কি জাসদকে বিকাশমুখী করে তুলতে পেরেছে? তারা কি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের স্বার্থে গড়া আপোসহীন জাসদকে

www.icsbook.info

আপোসহীন রাখতে সমর্থ হয়েছে? তাদের অবস্থান আজ কোথায়–বিপ্লবের পথে, না আপোসের পথে? আমার প্রাণপ্রিয় জাসদ নেতা-কর্মী ভাইদেরকে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে। এই গুরু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তারাও সমানভাবে ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকবে। আমি জাসদের জাতীয় কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সভাপতি ছিলাম। সেই সকল সম্মানিত সদস্যরা আমাকে সরাসরিভাবে প্রত্যাখান করেছেন কিনা তা আমার জানার সৌভাগ্য আজো হয়নি, কারণ জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে আমি পদত্যাগ করিনি। পদত্যাগ করেছিলাম জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে।

আমার কৈফিয়তের এ অধ্যায় এখানেই শেষ। এবারে আমি যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে আমার কৈফিয়তের ইতি টানতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, জাসদ ছেড়ে আসার পরে আমি ইসলামী বিপ্লবের দিকে ধাবিত হলাম কেন?

এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর ইতিপূর্বেই আমি দিয়েছি, তবু আরো কিছু বলার রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি সহায়-সম্বলহীন এবং মায়ের গর্ভে থেকেই পিতৃহীন। আশৈশব আমি আল্লাহ বা স্রষ্টা নির্ভরশীল এবং একজন আশাবাদী মানুষ। নিজের শক্তি–সাহসেও চরম আস্থাশীল, আমি কখনো অন্যায়ের সংগে আপোস করতে শিখিনি। নীতি-আদর্শ এবং সমষ্টির স্বার্থে আমি বিনা সংকোচে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করার মহান শিক্ষা লাভ করেছি আমারই এক আপন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে।

আর তাই আমি ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি মুক্তিযুদ্ধে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ছুটিতে আসা একজন অফিসার হিসেবে আমি নিরাপদেই পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারতাম এবং ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার পথও বেছে নিতে সক্ষম হতাম।

মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমার যে ব্যক্তি সুনাম অর্জিত হয়েছিল, তা দিয়েও আমি সেনাবাহিনীর একজন প্রতিষ্ঠিত অফিসার হিসেবে আজীবন ভোগ-বিলাসের মধ্যেই কালাতিপাত করতে সক্ষম হতাম। সেই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পথে পা না বাড়িয়ে আমি একটি নিশ্চিত, নিরাপদ এবং উজ্জ্বল জীবন ছুঁড়ে ফেলে মেহনতী জনগণের কাতারে দাঁড়ালাম জাসদ সভাপতি হিসেবে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও আমি জাসদের সভাপতির পদ বেহায়ার মত আঁকড়ে থাকার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম। জাসদ সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরে আমি বিনা কষ্টে সরকারী পদমর্যাদা লাভ করে আরাম–আয়েশের পথ বেছে নিতে

www.icsbook.info

সক্ষম হতাম। যে দেশে আপোস করলেই অর্থ, পদ-মর্যাদা লাভ এবং ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার সুবর্ণ সুযোগ বিদ্যমান,সেক্ষেত্রে এ সহজ পথে অগ্রসর না হয়ে আমি বেছে নিলাম ইসলামী বিপ্লব সংগঠন করার কঠিন পথ। লোভ,মোহ আমাকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না বলেই আমার পথ সর্বদা কন্টকাকীর্ণ এবং দুর্গম থেকে যায়। আমি একজন তৌহীদবাদী সৈনিক।

জাসদের সভাপতি থাকাকালীন অবস্থায়ও আমি কখনো নাস্তিকবাদে বিশ্বাস করতাম না এবং নাস্তিক না হয়ে একজন কমিউনিস্ট হওয়াই যায় না এ সত্যটি মার্কর্সবাদেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত। তাই কমিউনিস্ট আমি কখনো ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে আমি একজন কমিউনিস্টও খুঁজে পাইনি। এদেশে রয়েছে 'সাম্প্রদায়িক কমিউনিস্ট অর্থাৎ কেউ হিন্দু কমিউনিস্ট, কেউ বা মুসলমান কমিউনিস্ট আবার কেউ কেউ বুদ্ধিস্ট এবং ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিস্ট। বিরাজমান এই পরিস্থিতি আমাকে প্রতিনিয়ত ইসলাম ধর্মের প্রতি ধাবিত করেছে এবং সত্য সন্ধানে আমাকে করেছে নেশাগ্রস্ত।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার জ্ঞান উল্লেখযোগ্য ছিল না বলে ১৯৭৬ সনের শেষ পর্যায়ে আমি রাজশাহী কারাগারের লাইব্রেরী থেকে প্রচুর ইসলামী বই নিয়ে কারাজীবন কাটাতে শুরু করি। তখন আমি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত একজন কয়েদী মাত্র। এ সময় ইসলাম-এর জ্ঞান অর্জনে আমি প্রচন্ডভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠি। জেলখানার বই ছাড়াও প্রচুর ইসলামী বই-পুস্তক বাইর থেকে বন্ধু-বান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের তরফ থেকে পেতাম। ১৯৭৯ সনের সংগঠিত ইরানের ইসলামী বিপ্লব আমাকে প্রভূতভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে আমি অধিকতর জ্ঞান অর্জনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করি। কারাগারের নির্জন সেল জীবনে জ্ঞান সাধনার সুযোগ অতুলনীয়। আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়িনি। এই ক্ষেত্রে আমাকে লোভী বলা চলে। এর পূর্বে ১৯৭৪-৭৫ সনে কারাগারে বসেই আমি মার্কসবাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হই এবং কারার নির্জনতার সুযোগে "মার্কসবাদ মুক্তির পথ" "সূর্যোদয়", "গুড বাঈ গার্ডিয়ানস" সহ ১০ খানা ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করি, যার মধ্যে প্রথম ২ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই জ্ঞান চর্চার একমাত্র লক্ষ্যই ছিল নির্যাতিত মানুষের সত্যিকারের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা।

তাই আমার জাসদ ছেড়ে 'ইসলামী বিপ্লবে'র পথে আসার ঘটনাটিকে যারা আকস্মিক ঘটনা, কিম্বা কোন সুবিধাবাদী পদক্ষেপ বলে মনে করেন, তাদের সে ধারণা মোটেও সঠিক নয়। তাদের সে ধারণা স্বার্থবাদী চক্রান্তের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা-আক্রান্ত, বাস্তবতার জ্ঞানে সমৃদ্ধ নয়।

www.icsbook.info

আদর্শ এবং নীতির কারণেই আমি ইসলামী বিপ্লবের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। আমার এই আদর্শগত সমর্থনকে যদি কেউ অপরাধ বলে মনে করেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি বা পরিতাপ নেই, কারণ আমার রাজনীতি আদর্শ ভিত্তিক, স্বার্থভিত্তিক নয়।

যুগান্তকারী ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে প্রিয় পাঠকবৃন্দকে আমি শেষ একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লব সাধিত হওয়ার পরে বিপ্লব নেতা লেনিন তার একটি ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন যে, রুশ বিপ্লব কারো ষড়যন্ত্রের ফসল নয়। রুশ বিপ্লব লেনিন, বলসেভিক পার্টি, কিম্বা রুশ জনগণের ইচ্ছায়ই কেবল সাধিত হয়নি। বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার বিকাশের স্বার্থে আর সহায়ক নয় বলে বিশ্ব মানবতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণেই রাশিয়ার জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমে প্রগতিশীল 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা' সেই নতুন বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই ছিল যুগ চাহিদা পূরণের জন্য অনিবার্য শর্ত। বিগত ৬০ বছর ধরে সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই সমাজ ব্যবস্থার আওতাধীন হয়ে পড়েছে। গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। অর্ধযুগ অবধি ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। দুই সভ্যতার পাশাপাশি অবস্থান এবং তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব মানবতাকে শংকিত করে তুলেছে। এই দু'টি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভ্যতার ধারক-বাহক আমেরিকা এবং রাশিয়া আজ বিশ্বের বুকে দুটি পরাশক্তি (super power) হিসেবেই পরিচিত। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার শুরু ভিন্নতর হলেও এর বিকাশের বর্তমান স্তরে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রায় অনুরূপ হয়ে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তা'য়ে গড়ে ওঠা 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' (state capitalism) এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আচার-আচরণ এক ও প্রায় অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এই দুই বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার ধারক দু'টি পরাশক্তি নিজ নিজ ক্ষমতা-বলয় বৃদ্ধির বেপরোয়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবতাকে অসহায় এবং সুষ্ঠু বিকাশের অনুপযোগী করে তুলেছে বলেই পুনরায় যুগ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার, যা বিশ্ব মানবতার সুখ, শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি মানবতার সংরক্ষণ এবং ভারসাম্যজনক বিকাশের জন্য হবে সহায়ক। ইসলামী বিপ্লব সেই শূন্যতাই কেবল পূরণ করে। ইসলামী বিপ্লব বিশ্ব মানবতার জন্য বয়ে আনে সেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা

www.icsbook.info

বিশ্বে বসবাসরত মানুষের ক্রমবর্ধমান আর্থিক এবং আধ্যাত্মিক চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে উপহার দিবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। পবিত্র কোরআন এই ঐশী অংগীকার নিয়েই বিশ্বের সমগ্র মানবতার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্ব সেই সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ্। তাই ইসলামী বিপ্লব তৌহীদবাদী জনগণের ইচ্ছায়ই কেবল ঘটেনি, ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব চাহিদার অনিবার্য ফলশ্রুতি। পবিত্র কোরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে আল্লাহ বিশ্ব মানবতার জন্য বিশেষ রহমত এবং নিয়ামত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কোরআন ভিত্তিক জীবন কেবল মুসলমানের জন্য মনোনীত হয়নি, বরং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য মনোনীত করেছেন আল্লাহ। সুতরাং আমি তো ছার, বাংলাদেশ তো ছার সারা বিশ্বের সমগ্র মানব গোষ্ঠীকেই কোরআন ভিত্তিক জীবন গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আধ্যাত্মিকতাবিহীন বুদ্ধি ভিত্তিক নেতৃত্ব মানবতা সংরক্ষণে শোচনীয়ভাবেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নিছক বস্তুবাদী সভ্যতা ভারসাম্যহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির কল্যাণমুখী বিকাশের স্বার্থেই আধ্যাত্মিকতার সাথে সমন্বয় সাধন করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ইসলাম ধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ এই যুগ চাহিদা মেটাবার সামর্থ রাখে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, যখন আমাদের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ এবং পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক ইসলাম সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করেন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুৎসিত অপপ্রচারেও লিপ্ত হন। তাদের 'ইসলাম এলার্জী' যে সুনিশ্চিতভাবেই সংকীর্ণ স্বার্থ ভিত্তিক সেরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অতীতে ইসলামের দোহাই দিয়ে যে প্রচুর প্রতারণা হয়েছে এ কথা সত্য, যেমন হয়েছে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের নামেও। সে কারণে প্রকৃত অপরাধী, কিম্বা অপরাধী মহল কলংকিত এবং আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু সেই একই কারণে 'আদর্শ' কলকিংত কিম্বা আক্রান্ত হতে পারে না। ব্যক্তি কিম্বা গোষ্ঠীর অপরাধের কারণে আদর্শকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পেছনে নিশ্চিতভাবেই ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, তবে সদিচ্ছা, কিম্বা জন-কল্যাণ চিন্তা কস্মিনকালেও নয়। এ ধরনের দৃষ্টিভংগী এবং আচরণ দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতী। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ একটি মহলের ধারণা–১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা কি হবে তার মীমাংসা হয়ে গেছে। এ ধরনের উদ্ভট খেয়ালী মন্তব্য কেবল

www.icsbook.info

দুঃখজনকই নয়, বিবেক এবং জ্ঞান বিবর্জিতও বটে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং নেতৃত্বদানকারী একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি ঐ সকল বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৭১ সনে আমরা বাঙালী জনগণ পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া একটি অঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ করেছি কেবল। এটা ছিল স্বাধীনতা আদায়ের যুদ্ধ, কোন ধর্মযুদ্ধ নয় যে, যুদ্ধ বিজয়ের পরবর্তীকালে বিশেষ কোন ধর্মকে পরাজিত বলে বিবেচনা এবং বর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আওতায় ধর্ম সংকুচিত কিম্বা পরাভূত হতে যাবে কেন, কোন যুক্তিতে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা মোটেও অনুপস্থিত ছিল না। প্রতিটি যোদ্ধার শ্বাসে-নিঃশ্বাসে, রণক্ষেত্রের প্রতিটি ইঞ্চিতে স্মরণ করা হয়েছে মহান সৃষ্টাকে–তাঁর কাছে কামনা-প্রার্থনা করা হয়েছে বিজয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য। অধিকাংশ যোদ্ধারাই যেহেতু ছিল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণেরই সন্তান, সেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বুলেট, মর্টারের সম্মুখে আল্লাহ এবং রসূলই ছিল তাদের ভরসাস্থল। সুতরাং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ইসলাম অনুপস্থিত ছিল বলে যারা যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন, তারা কেবল বাস্তবতাকেই অস্বীকার করছেন। তারা অস্বীকার করছেন যুদ্ধ চলাকালীন বাস্তবতাকে যখন কেবল ইসলাম ধর্মই নয়, প্রত্যেকটি যোদ্ধাই যার যার ধর্মীয় অনুশাসন আন্তরিকতার সাথেই মেনে চলেছে। মোদ্দা কথা, ধর্মীয় চেতনার উপস্থিতি বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তি আচরণে। তবু যারা মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় চেতনার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করতে চান,তাদের অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের ধারে কাছেও ছিল না।

আমার ঐ সকল বন্ধুদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 'ইসলামে সাম্রাজ্যবাদ'-এর রূপ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এবং 'ইসলামে বিপ্লব'-এর রূপ হচ্ছে সাম্যবাদ। প্রথমটির মূলোৎপাটনের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমাজে এবং এ দায়িত্ব প্রত্যেকটি শান্তিকামী প্রগতিবাদী মানুষের। যা জানি না বা বুঝি না, তার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা নয়, সততা এবং সাধনার মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে হবে।

আর যারা সজোরে এবং সগর্বে বলতে চান যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক জটিল সমস্যারই মীমাংসা হয়ে গেছে, তাঁরা হয় আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছেন, না হয় তাঁরা কোন অদৃশ্য প্রভুর নিছক মনোরঞ্জনের জন্যই কলের পুতুলের মত বগল বাজিয়ে যাচ্ছেন। আমার সেই সকল আত্মভোলা বন্ধুদের আমি অতি বিনয়ের সংগেই অবগত করতে চাই যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য

www.icsbook.info

দিয়ে কেবল একটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে গেছে এবং তা হচ্ছে আমাদের এই ভূখন্ডের একচ্ছত্র শাসক কে থাকবে পাঞ্জাবী পুঁজিপতি গোষ্ঠী, না উঠতি বাঙালী পুঁজিপতি গোষ্ঠী? ব্যস! কেবল এ প্রশ্নটিরই মিট্‌মাট হয়েছে। এর মিট্‌মাট করতেই ঝরেছে মাত্র ৩০ লাখ বাঙালীর রক্ত। এরপরে তো রয়েছে আরো-আরো অনেক সমস্যা-অন্নহারা অন্ন পাবে কি না ; বস্ত্রহীন বস্ত্র পাবে কি না ; অশিক্ষিতরা শিক্ষা পাবে কিনা ; গৃহহীনরা গৃহ পাবে কিনা ; দুঃস্থরা চিকিৎসা পাবে কিনা ; ধর্মপ্রাণ মানুষরা ধর্ম রক্ষা করতে পারবে কিনা ; উপজাতিরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পাবে কিনা ; সামরিক বাহিনী ক্ষমতার অংশ পাবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি ------- আরো অনেক কিছু।

উপরোক্ত 'ইসলাম এলার্জী' সম্পন্ন মহলটি দেশের জনগণকে কেবল 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' আদায়ের সংগ্রামে প্রলুব্ধ করে থাকে এবং তা এমনভাবেই করে যাতে তারা এ কথাটিই বুঝাতে চায় যে, ইসলাম জনগণের 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' আদায়ের সংগ্রামে একেবারেই বিশ্বাসী নয়। তাদের এহেন দাবীর ভিত্তি একদিকে যেমন কতকটা সত্য, ঠিক তেমনি দাবীটি আদর্শিক বিচারে সম্পূর্ণভাবেই অসার।

অসার এই বিবেচনায় যে, পাক কোরআনে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবেই ঘোষণা করেছেন এবং সকল সৃষ্টির সেরা জীবটির সংগ্রাম কেবল 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' আদায়ের সংগ্রাম কখনো হতে পারে না। সৃষ্টির সেরা মানুষকে এহেন সংগ্রামে লিপ্ত করে তার সার্বিক বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তার মানসিকতায় এনে দেয়া হয় সীমাবদ্ধতা, যে কারণে সে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার লড়াইয়ের কল্পনাও করতে পারে না।

'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' আদায়ের শ্লোগানটি তাই এক ধরনের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এর মাধ্যমে সৃষ্টির সেরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে দেয়া হয়। অপরদিকে, পবিত্র ইসলামই কেবল মানুষকে আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক সৃষ্টির সেরা জীবের সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্রিয়ভাবেই সহায়তা করে।

মানুষের সংগ্রাম কেবল ভাত-কাপড় অর্জনের সংগ্রাম হতে পারে না। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা মানুষের জন্য হীনমন্যতা স্বরূপ এবং অপমানজনক। মানুষ তার ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা অর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু করবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আপোসহীন লড়াই। ভাত-কাপড়, অধিকার এবং নিরাপত্তা

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠা করার স্তরটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার লড়াইয়ের প্রাথমিক ভিত, এটিই মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লড়াই নয়। এ লড়াইটি ইসলামী আন্দোলনের লড়াই থেকে মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অংগীভূত।

সুতরাং ধ্যান-ধারণায় এই আদর্শিক লড়াই সন্নিবেশিত করেই শুরু করতে হবে লড়াইয়ের প্রথম স্তর।

এ সত্যটি স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে সৃষ্টির সেরা মানুষকে যারা কেবল 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়' আদায়ের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার শর্ত হিসেবে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করতে শিখায়, তারা মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব আসুক তা কামনা করে না। তারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন সুন্দর নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত এবং বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং মানুষকে চিরকাল করে রাখে কেবল শ্রমেরই দাস। বাংলাদেশে সংগ্রামরত সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি-সমূহের জন্য সময় এসেছে উপরোক্ত বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা এবং বাস্তবতা মেনে নিয়ে চলার পথ নির্ধারিত করা। পরিপূর্ণভাবেই ভাবাবেগমুক্ত হয়ে তাদেরকে আরো ভেবে দেখতে হবে নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়–যেমন,

উপরোক্ত ঐ মহলটিই ইদানীং দেশ ও জাতির প্রধান প্রধান সমস্যাবলী সম্পূর্ণভাবে আড়াল করে রেখে তাদেরই মনগড়া 'মৌলবাদ'কে দেশ ও জাতির সম্মুখে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আপ্রাণ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ ও জাতির সম্মুখে আজ যেক্ষেত্রে জাতীয়-বিজাতীয় শোষণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত কয়েকটি প্রধান সমস্যা ভয়াবহভাবেই বিরাজমান, সেক্ষেত্রে এ সকল জ্বলন্ত সমস্যাবলীকে পাশ কাটিয়ে 'মৌলবাদ'কে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিতকরণের মধ্যে ঐ বিশেষ মহলটি দেশ-জাতির মধ্যে বিষময় অনৈক্যের বীজ বপন করার এমন জঘন্য দায়িত্বটি যে কেন পালন করে, যাচ্ছে, তা জনসাধারণের কাছে বোধগম্য না হলেও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তির কাছে দিবালোকের মতই পরিষ্কার। এদেশের নব্য ধনিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সহায়তায় ২২ পরিবার থেকে ২২ হাজার পরিবার সৃষ্টি করার ফলে জাতীয় শোষকের তারাই আজ একটা মুখ্য অংশ। সুতরাং নিজেদের এবং তাদেরই বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটা তাদের জন্য আত্মঘাতী নয় কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে দেশ-জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নটি। এ ক্ষেত্রেও তারা কোন হুমকি খুঁজে পাচ্ছে না, কারণ তাদেরই আরেকটি বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রধান হুমকি। বন্ধুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার তুলনায় নীরবতা অবলম্বনই তো গোষ্ঠী-স্বার্থ রক্ষার মোক্ষম

www.icsbook.info

হাতিয়ার। তৃতীয়টি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ প্রশ্নের সাথেও জড়িয়ে পড়ে তাদেরই নমস্য প্রভু, কারণ বন্যার পানির উৎস সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মতামত কারো অজানা নয়। সুতরাং চেপে যাও সব, বন্ধুর গলায় রশি মানেই তো নিজের সর্বনাশ। আমার সেয়ানা বন্ধুরা তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে পিছিয়ে থাকবে কেন? তাই 'Give the dog a bad name and hang it' যেন এই নীতির অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তারা হাতের কাছে পেয়েছে 'মৌলবাদ'কে। ব্যস! আর যায় কোথায় ! ঝুলবি তো ব্যাটা মোল্লাই ঝুলে যা!

দেশের রাজনীতির অংগনে এহেন বিবেকবর্জিত প্রয়াস নিজের অজান্তেই নিজের পায়ে কুড়াল মারার সমান বলে আমি মনে করি। দেশ-জাতির মধ্যে যারা জোর করে 'মৌলবাদ' আবিষ্কার করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারাই প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিতে যাচ্ছে এবং এর বিষাক্ত পরিণতির জন্য তারাই আগামী দিনের ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বাধীনতা অর্জনের ১৭ বছর পরেও আজ যারা নতুন করে পুনরায় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কিম্বা মৌলবাদ-এর ভূত নিয়ে খেলা করতে আগ্রহী, তাদের একটি সত্য জেনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতির আজ প্রয়োজন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, এ স্বাধীন মাটিতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করার পথে আজ যে সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে প্রকৃতপক্ষে তারাই চিহ্নিত হবে দেশ ও জাতির শত্রু হিসেবে। সেই ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণই কেবল সর্বকালের দেশপ্রেম-এর সনদপত্র হতে পারে না। যদি কেবল তাই-ই হ'ত, তাহলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরে যাদের জন্ম, তারা দেশ-প্রেমিকদের সারিতে দাঁড়ায় কিসের ভিত্তিতে ?

তাছাড়া সেই '৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই যদি দেশ-জাতির শত্রু এবং মিত্রের চিহ্নিতকরণ স্থায়ী রূপে হয়েই গিয়ে থাকে, তাহলে এই স্থায়ী শত্রু-মিত্র একটা নির্দিষ্ট কাল-সীমার পর তো ধরার বুক থেকে এমনিতেই বিলীন হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে দেশ-জাতির মধ্যে কি কোনই শত্রু-মিত্র থাকবে না? মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষদের মৃত্যুর পরে দেশ-জাতি শোষণমুক্ত হয়ে যাবে? হয়ে যাবে শত্রুমুক্ত? এমনটি তো হতে পারে না। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি কেবল একটা বিশেষ সময়সীমার গন্ডীর মধ্যে সীমিত থাকতে পারে? না, এটি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই ভ্রান্ত ধারণা। মুক্তিযুদ্ধ

www.icsbook.info

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিম্বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হতে পারে না, তেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ কোন সময়েরও চেতনা হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে শোষিত, বঞ্চিত আত্মার অতৃপ্ত বাসনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বিস্ফোরণ–সৃষ্টির সেরা মানুষের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে একটি মহা জাগরণ। এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না মানুষ শোষণ-বঞ্চনা ও জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি অর্জন করে নিজ অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে একটি অনন্ত সত্ত্বা–অনির্বাণ শিখা। মুক্তির এই লেলিহান চেতনার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন পরিসরে, বিভিন্ন সময়ে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবেই ঘটে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সৈনিকের চেতনায় রাইফেল গর্জে ওঠে, সে সরাসরি রণক্ষেত্রে বিরাজ করে। শিল্পীর চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তুলিতে। গায়কের গানের মধ্য দিয়ে ; লেখক-লেখিকাদের ঘটে কবিতা, প্রবন্ধে ; অসহায় মায়ের নিঃশ্বাসে-অশ্রুতে ; ধর্ষিতা বোনের আর্তনাদে ; কেরানীর ঘটে হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসে।

শোষণ মুক্তির চেতনা যখন যেথায় যে ভাবে যার মধ্যেই উন্মেষ ঘটবে, সে-ই নিজ নিজ পরিসরে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরু আছে শেষ নেই। সুতরাং সুনির্দিষ্ট কোন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষই শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের স্থায়ী পক্ষ-বিপক্ষ রূপে বিবেচিত হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট মুক্তিযুদ্ধে কেউ পক্ষ অবলম্বন না করে থাকলে সে আর কোনদিনই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হতে পারবে না এমন ধারণা বা যুক্তি সঠিক নয়।

সময়ের সাথে সাথে প্রত্যেকটি মানুষেরই সামাজিক অবস্থান ভিন্নতর হতে থাকে এবং আজ যে শোষিত মানুষের মুক্তির পক্ষে, আগামী দিনের শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে পক্ষের শক্তিটির সামাজিক অবস্থান শোষকের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছেও তাই। তা না হলে পাকিস্তানকালে শোষক পরিবার হিসেবে গণ্য ছিল মাত্র ২২ টি পরিবার, আর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরে কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেই শোষক পরিবার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ২২ হাজার পরিবার। এরা কারা? সকলেই কি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত?

এ প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করার মধ্য দিয়েই কেবল আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য মুক্তিযুদ্ধের নতুন পক্ষ-বিপক্ষ চিহ্নিত করতে হবে। সুতরাং সেই '৭১-এর

www.icsbook.info

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি '৮৯ সনে এসে আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে নেই এটাই বাস্তব এবং এই বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে, অথবা স্বেচ্ছায় এড়িয়ে যেতে চাইলে দেশ-জাতির প্রকৃত শত্রু-মিত্র নিরূপণ করা সঠিক হবে না।এ সত্যটি জেনেশুনেই যারা সেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কতিপয় চিহ্নিত সংগঠন এবং ব্যক্তিকেই স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও প্রধান শত্রু হিসেবে ঠেকাতে চাচ্ছে, তারা দেশ-জাতির বর্তমান পরিস্থিতির যুদ্ধে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, তারাই প্রকারান্তরে দেশ ও জাতিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের ১৭ বছর পরেও দেশে কোন নতুন শোষক বা শত্রু জন্ম নেয়নি। এ ধরনের প্রবণতাই প্রকৃত পক্ষে দেশ ও জাতির মূল শত্রুকে আড়াল করে রাখে। এবং দেশ ও জাতির মূল শত্রুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করনই হচ্ছে আমাদের জাতীয় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। প্রকৃত শত্রু সঠিক রূপে চিহ্নিতকরণ না হলে জনতার ঐক্য গড়ে উঠবে কিসের ভিত্তিতে? যারা দেশ ও জাতির আসল শত্রুকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আড়াল করে রাখতে চায়, তারাই জাতির প্রধান শত্রু নয় কি ?

তাই দেশ ও জাতির সম্মুখে প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে–দেশের প্রকৃত সমস্যাবলী এবং প্রধান শত্রু চিহ্নিত করা। মৌলবাদের মত কোন মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয়কে উপরে টেনে আনলে প্রকৃত সমস্যা ও শত্রুর ছোবল থেকে ১১ কোটি বাঙালীর কেউই রক্ষা পাবে না। আর যদি এ দেশের শাসককুল এবং তাদের দোসর গোষ্ঠী স্বার্থান্ধ হয়ে খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করেই চলতে থাকে, তাহলে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হ'ব–বাংলাদেশের ১১ কোটি বীর জনগণের শরীরে রক্তের তো আর কোন অভাব নেই–সুতরাং খেলারাম খেলে যা!!

আমার কৈফিয়ত ও কিছু কথার নমুনাও এখানেই শেষ।

www.icsbook.info

www.icsbook.info